সমকাল

তারিখ ..27 NOV 2016...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৩...

রৌমারীতে অস্তিত্বহীন ১৭ স্কুল

■ রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

রৌমারীতে অস্তিত্বহীন স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষক নেই, শিক্ষার্থী নেই, জমি নেই, ঘর নেই তবে আছে কমিটি ও স্কুল। সেটি শুধু খাতায়-কলমে বিদ্যমান। সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণে সরকারি আশ্বাসে শিক্ষা অফিসের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যক্ষ মদদে স্থানীয় কয়েকজন লোক এসব স্কুল বাণিজ্য খুলে বসেছে।

রৌমারী উপজেলা শিক্ষা অফিসের এক কর্মকর্তা ও উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক (ইউডিএ) আবুল হাশেমের দুর্নীতির বদৌলতে উপজেলায় গড়ে উঠেছে ১৭টি অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান। বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এর মধ্যে ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিমলাকান্দি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাদুরচর চাক্তাবাড়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে শীর্ষে।

জানা যায়, ২০০৩ সালে উপজেলার ওকড়াকান্দা গ্রামের দারাজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি ৩৩ শতাংশ জমি ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে দান করেন। এরই মধ্যে জমিদাতা দারাজ উদ্দিনের মৃত্যু হলে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায় পৈতৃক সম্পত্তির। ফলে স্কুলে দান করায় ৩৩ শতাংশ জমি দারাজ উদ্দিনের ছেলে আবদুস সালামের ভাগে পড়ে। দীর্ঘদিনেও স্কুলের কার্যক্রম চালু না হলে আবদুস সালাম ওই জমির এক অংশে বসতি স্থাপন ও অন্য অংশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করেন। সম্প্রতি ওই স্কুলের নামে মিলন মিয়া, তোহা মিয়া, মনি আক্তার, মিতা পারভীন ও দিশা মনি নামের পাঁচ পরীক্ষার্থী শৌলমারী এমআর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে চলতি পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলে বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। ওই পরীক্ষার্থীরা এমআর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলে স্বীকার করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান। জমির মালিক আবদুস সালাম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কে বা কারা তলে তলে খাতায়-কলমে স্কুলটি জারি রেখেই চলেছেন। আর এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে রৌমারী উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন আবদুস সালাম। অভিযোগে তিনি বলেন, ওই জায়গায় স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই।

শনিবার সকালে সরেজমিন উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের ওকড়াকান্দা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো রয়েছে। গাছ বাগানের পূর্বপাশে ওকড়াকান্দা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাগানের পশ্চিম অংশে কয়েকটি বসতঘর। এ সময় কথা হয় ওই জমির মালিক আবদুস ছালামের সঙ্গে। তিনি জানান, আমার বাবা স্কুল ঘর তোলার জন্য জমি দান করলেও জমিতে কোনো প্রতিষ্ঠান না করায় গত প্রায় পাঁচ বছর আগে গাছ রোপণ করি ও বসতঘর তুলে বাস করছি। ওই নামে এখানে কোনো স্কুল নেই বলে এলাকার আলতাফ হোসেন, জাকিরুল ইসলাম, আবদুল করিমসহ অনেকে জানান।

উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক (ইউডিএ) আবুল হাশেমের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমাকে স্যার যেখানে-যেখানে পাঠিয়েছেন আমি সেখানে-সেখানে গিয়েছি। স্যারের কথা অনুযায়ী কাজ করেছি।'

বিষয়টি নিয়ে উপজেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের সঙ্গে হলে তিনি বলেন, 'রৌমারীতে এখন ১৭টি এমন স্কুল রয়েছে। এগুলো প্রাথমিকভাবে যাচাইয়ের দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষা অফিসের উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক (ইউডিএ) আবুল হাশেম। তিনি সঠিক তথ্য দেওয়ার পর আমরা এটা মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়েছি। এখন কোনটি হবে আর কোনটি হবে না এটা ওপরের ব্যাপার।' তবে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন।